স্থানীয় সংবাদ

ফোবানা সেক্রেটারীর লস এঞ্জেলেস সফর

একুশ রিপোর্ট

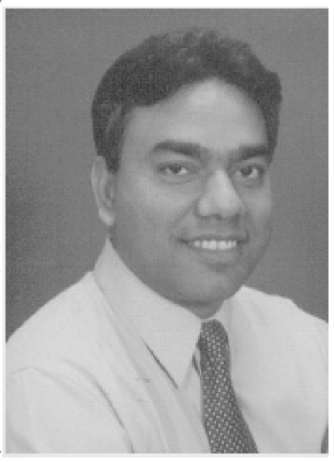

গত ৪ জুন ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস্ অব নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) সেক্রেটারী ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফিনিক্স এর সভাপতি মাহ্বুব রেজা রহিম এক সংক্ষিপ্ত সফরে লস এঞ্জেলেসে আসেন।

ক্লোজ আপ ওয়ান এর কনসার্ট উপভোগ ছাড়াও তিনি লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলকে জর্জিয়া আটলান্টায় অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। উলে-খ্য যে লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশ একাডেমী ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালী, লস এঞ্জেলেস ফোবানার সদস্য সংগঠন। মাহ্বুব রেজা রহিম এই ফোবানায় আরও পাঁচটি নতুন সংগঠন অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করছেন। একুশ পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি ফোবানার প্রস্ত্ততি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বলেন, আটলান্টার সুবৃহৎ COBB GALARIA তে ২০তম ফোবানা সম্মেলনের প্রস্ত্ততি চলছে জোরে সোরে। ইতিমধ্যেই উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সংগঠনগলো তাদের অংশগ্রহণের কথা নিশ্চিত করেছেন গত মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আতিক দলমত নির্বিশেষে সকল সংগঠনকে অংশগ্রহণ করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ফোবানার কার্যক্রমের উপর জোর দিয়েছেন। এই ব্যাপারে ফোবানার চেয়ারম্যানের জনসংযোগ অব্যাহত রয়েছে। স্বাগতিক সংগঠনের সভাপতি জনাব জসীমউদ্দীন ও সম্পাদক বাবুল আরেফীনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে একটি শক্তিশালী স্বাগতিক কমিটি। মাহ্বুব রেজা রহিম আটলান্টা ফোবানা সম্মেলনকে সম্মিলিত বাংলাদেশীদের এক যুগোপযোগী মিলন মেলায় পরিণত করার জন্যে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মিলন মেলা অব ভ্যালী

অধ্যাপিকা হামিদা আখতার

২ জুলাই, রবিবার, ২০০৬ প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে ভ্যালীস্থ উডলী পার্কে বসেছিল বাঙালিদের মিলনমেলা তথা 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালী'র আয়োজিত বনভোজন। আমি একে বনভোজন না বলে মিলনমেলা বলতে বেশি স্বাচছন্দ্য বোধ করছি এই কারণে যে, শধ ভ্যালী নয় সদুর লস এঞ্জেলেস থেকে বাঙালিরা ছুটে এসেছেন নিজের সংস্কৃতি, নিজের দেশের ভাই-বোনদের সাথে একত্রিত হতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব হৈ-চৈ, আড্ডা খব পছন্দ করি। তাই গত বছরের মত এ বছরও নির্ধারিত সময় সকাল ১১:৩০ এ মেলা প্রাঙ্গণে ঘরে এলাম। দুর্ভাগ্য কাউকে দেখলাম না। যা হোক আমরা বাঙালি জাতি, এটা আমাদের জন্য তেমন কোন ব্যাপার না। তবুও বলব নির্ধারিত সময়ে শুরু করা উচিত। আমেরিকার এই যান্ত্রিক দেশে ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল-া দিয়ে চলতে হয় আমাদের। অনেক বাঙালি ভাই সকালে কাজ সেরে বিকালে বনভোজনে এসেছেন। আবার অনেকে বিকালে কাজ করেন বিধায় ৩০ মিনিটের জন্য হলেও ঘুরে গেছেন। যদি নির্ধারিত সময়ে শুরু হতো হয়ত তিনি আরও কিছু সময় বন্ধ-বান্ধবদের সাথে কাটাতে পারতেন অনেকেই। ভ্যালীরই জনাব শহীদুল ইসলাম পোস্ট অফিসে কাজ করেন শান্তা বারবারা অফিসে। শুধু বনভোজনের জন্য তিনি ৯০ মাইল ড্রাইভ করে এসেছিলেন মাত্র ১ ঘন্টার জন্য। এতে করে আমাদের আত্মার বন্ধন জোরালো হয়। সবার সাথে দেখা করে তিনি যে শান্তি পেলেন তা ৯০ + ৯০ মাইল ড্রাইভও যেন উনার কাছে কষ্টের মনে হলো না।

মেলার আকর্ষণের মধ্যে ছিল ছোটদের দৌড় প্রতিযোগিতা, মহিলাদের লুডু ও পরুষদের ছিল তাস খেলা যা টুয়েনটি নাইন নামে পরিচিত। যা সত্যি একটা বনভোজনের আকর্ষণীয় বিষয়। গতবারের মত এবার মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার এর ব্যবস্থা ছিল না, যা সত্যি মিস করেছি। যা হোক আগামী বার যেন কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর দেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া রশি টানাটানির আয়োজনও কর্তৃপক্ষ রাখতে পারেন। আমার সবচেয়ে নজরে পড়েছে সিঙ্গারা ও চা, যা মেলাকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। যেসব মহিলারা গৃহিণী উনারা ঘরে বসে সিঙ্গারা, সমচা, পিয়াজু, ডালপুরী তৈরী করে বনভোজনে স্টল দিতে পারেন। এতে নিজেও আনন্দ পাবেন আর পাশাপাশি আয়ও হবে। আর আমরা যারা ভোজন রসিক আমাদের পেটের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। মন্দ কি। এক ঢিলে দুই পাখি।

গ্রীষ্মের দাহ গরমে মহিলাদের দেখা গেছে চাদর বিছিয়ে বেশ কয়েকটা জায়গায় জড়ো হয়ে বসে আড্ডা দিতে, প্রাণ খুলে হাসতে। আমিও এক দলে যোগ দিয়েছিলাম কয়েকজন ভাবীর সাথে। সময়ের কারণে, কাজের চাপে এভাবেতো একত্রিত হতে পারি না। স্বল্প সময় হলেও 'একুশ' পত্রিকাটি লস এঞ্জেলেসের সবার নজরে পড়েছে। ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'ঠিকানা' পত্রিকার মত একুশ পত্রিকাটিও লস এঞ্জেলেস তথা আমেরিকার বাঙালি অধ্যুষিত সিটিগুলোতে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে আশা করি। পত্রিকার এডিটর ইন চীফ জনাব জাহান হাসানকে দেখা গেছে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ছবি উঠাতে। অর্থাৎ যেখানে জটলা সেখানে উনি। কাউকে বিব্রত বা বিরক্ত হতে দেখা যায় নি।

নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা ও প্রেমবোধ সৃষ্টি করা আমাদেরই দায়িত্ব। সে সব দিক দিয়ে বনভোজন ও বৈশাখী মেলা অগ্রণী ভুমিকা রাখতে সক্ষম। একদিনের জন্য হলেও এই প্রজন্ম আমেরিকার ওয়েস্টার্ণ সংস্কৃতি হতে বের হয়ে বাংলা সংস্কৃতিতে আসার সুযোগ পেল। এই সুযোগের একমাত্র অংশীদার হলেন বাবা-মা। তাই অনুরোধ আপনাদের প্রতি, আপনারা আপনাদের সন্তানদের বাংলা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে একনিবিষ্ট হওয়ার সুযোগ দিন। ওরাই একদিন আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরে তথা সমগ্র জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।

উপস্থাপক অকপটে স্বীকার করলেন যে, ওনারা ভালো সাউন্ড বক্স বা শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। সে কারণে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী ইচছা থাকা সত্বেও গান গাইতে পারেন নাই। এতে বঞ্চিত হলাম আমরা। রিয়া ভাবীর গান

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ছোট হোক, বড় হোক, যে যা পারি একটা ফান্ড যদি তৈরী করা যায় তাহলে আগামীতে মেলা আরও আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হবে এবং ভ্যালী এসোসিয়েশনের উপরও কিছুটা চাপ কমবে আশা করি।

এমন একটি মিলন মেলা উপহার দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালীকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গ ঃ লস এঞ্জেলেসে মারামারির ঘটনা সমুহ

প্রথম পাতার পর

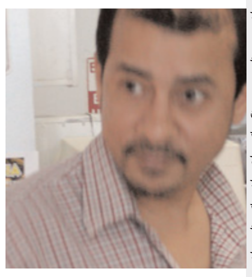

সম্মুখে তুলে ধরার ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের সর্বোপরি বাংলাদেশের বাঙালী, দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং বাংলাদেশী হিসাবে প্রবাসে আইন কাননকে মান্য করে চলার মধ্যে প্রতিফলিত হয় দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আমরা বিভিন্ন মানুষের সাথে সাক্ষৎ করে এ বিষয়ে কথা বলেছি, প্রশ্ন করেছি-- দেখা গেছে সকলেই এ ব্যাপারে মর্মাহত।

স্বদেশ রেস্টুরেন্টের মালিক শাহিন বলেন যে, রেস্টুরেন্টের সামনে আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা আড্ডা দিলে ফ্যামিলি কাস্টমারদের যাতায়াত কমে যায়। ফলে আমরা বাইরে সাইনবোর্ড ('দয়া করে রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিবেন না') লাগাতে বাধ্য হয়েছি। অপরদিকে 'নিছা ফ্যাশন' এর মালিক আলম প্রশংসা করে বলেন, এ ধরণের সত্য ঘটনা নিয়ে লেখার সচেতনতা থাকা উচিত। মিঃ আলমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কমিউনিটির মধ্যে প্রকাশ্যে এ ধরণের কার্যকলাপ কিভাবে বন্ধ করা যায় এবং সে ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রতিটি বাংলাদেশী দোকানের বাইরে ২৪ ঘন্টা রেকর্ডিং ক্যামেরা রাখা উচিত। অনেকের দোকানের মধ্যে এই ধরণের ক্যামেরা আছে, কিনতু দোকানের বাইরে থাকলে সবাই সাবধানতা অবলম্বন করবে। তিনি আরও বলেন, এ প্রসঙ্গে কাস্টমারদের ভুমিকা রয়েছে। তারা যদি নিরাপত্তার জন্য দোকান মালিকদের চাপ সৃষ্টি করে তবে সকল দোকান মালিক তাদের ব্যবসার স্বার্থে দোকানের বাইরেও ক্যামেরা বসাতে বাধ্য হবে। এখানে উলে-খ্য যে, নিছা ফ্যাশানদেরই কেবল মাত্র একটি ক্যামেরা বাইরে রয়েছে। যদিও একটি স্বয়ং সম্পুর্ণ নয় তথাপি এই এলাকায় যে সকল মারামারির ঘটনা ঘটেছে তা জনাব আলম ধারণ করেছেন। কিছু কিছু ঘটনার টেপ একুশ স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত মারামারির ঘটনাসমুহ উলে-খ করে যে প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছিল তা কাউকে উদ্দেশ্য করে বা নাম দিয়ে বলা হয়নি। সামগ্রিক ঘটনাকে নিয়ে পরিস্হিতির পর্যালোচনা করা হয়েছে মাত্র। কারণ ঘটনার পরিপ্রেতিতে যখন পলিশের আগমন ঘটে তখন পুরো বিষয়টি দেশের উপর গিয়ে পড়ে। জনৈক পুলিশ মন্তব্য করেছেন, গত কয়েক বছর বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে মারামারিকে কেন্দ্র করে অসংখ্যবার পলিশ রিপোর্ট হয়েছে। ৯১১ এ কল গিয়েছে। তিনি এও বলেছেন কোরিয়া টাউনের মধ্যে বাংলাদেশ কমিউনিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভাল ছিল, এদের মধ্যে কোন গ্যাং নাই কিনতু তোমাদের মানষ অত্যন্ত অসহিষ্ণু। এ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট (anger management) করা উচিত বলে মন্তব্য করেন।

কমিউনিটির একজন সক্রিয় ব্যাক্তি মার্শাল বলেন যে, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট হয়ে গেছে, এখন সৌহার্দ্যের পুর্ণ মনোভাব নিয়ে চললে এ ধরণের পরিস্হিতির উদ্ভব হয় না। তিনি বলেন আসুন আমরা সবাই মিলে সমঝোতার উপায় বের করি, সহনশীলতার অনুশীলন করি। বন্ধুত্বপুর্ণ মনোভাব নিয়ে যদি কেউ চলতে না পারে তখন সেটা স্বভাবে পরিণত হয়। শত তৈল মর্দন করেও কুকুরের লেজ সোজা করা যায় না। এরা মানুষের ভালবাসা নিয়ে নয়, ত্রাসের মাধ্যমে মানুষের ঘৃণা নিয়ে চলতে ভালবাসে। আমরা লক্ষ্য করেছি, পরদেশের সামনে সত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য একুশ পত্রিকাকে কে বা কারা ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সত্যকে বলতে নিবৃত্ত থাকবো। পরদেশের দেওয়ালে একশকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে তা একুশ পত্রিকার উপর লিখে টেপ দিয়ে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। আমরা পাঠক সমাজকে এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য সেটাকে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিনতু সামাজিক মুল্যবোধকে উপেক্ষা করে তা আর করা হয়ে উঠলো না। তবে তদন্তের মাধ্যমে হাতের লেখাকে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি। যেহেতু উক্ত লেখক একুশ'কে ভুল বলে স্বীকার করেছে সেহেতু আমরা বিষয়টির গোপনীয়তা রা করলাম। প্রবাসী কমিউনিটির অন্যতম একজন আরিফ ঘটনার প্রতিবাদ করে বলেন যে, ঘটনা সম্পর্কে এক তরফা লেখা হয়েছে, বিপক্ষ পার্টির সম্পর্কে তুলে ধরা হয়নি। আমরা বললাম, একুশ কোন বিচারক নয়। দেশপ্রেমের টানে দেশের মান ক্ষুন্নকর যে কোন কার্যকলাপের বিরোধিতা করি। এক্ষেত্রে মারামারিটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া আমরা মারামারির ব্যাপারটাতে উভয় পক্ষের কথাই উলে-খ করেছি। আরিফ জানালো, যে কোন ঘটনার পিছনে কারণ থাকে। যে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত মারামারি করে তার কারণ হলো উক্ত ব্যক্তির মৌখিক অত্যাচারে সকলেই জর্জরিত। শুধ তাই নয়, নারী ও অল্প বয়স্কদের গায়ে হাত তুলে বেয়াদবের দৃষ্টিভঙ্গীতে কথাবার্তা এবং আচার আচরণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল পারিপার্শ্বের মানষজন। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে শান্ত করার জন্য হয়তো মারামারির পরিস্হিতির উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ভেটারান প্রবাসী রিপনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মারামারি রোধ বা নির্মুল করার জন্য আমাদের কি করা উচিত ? রিপন বলেন যে, কমিউনিটির সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশ ডাকাডাকি না করে কমিউনিটির নেতৃস্হানীয় বড় ভাইদের ডেকে শালিস পরামর্শের মাধ্যমে মীমাংসা করাই শ্রেয়। পাশের থেকে জনৈক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, নেতা ভাইদের মধ্যে অনৈক্য বিরাজ করলে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে সকল সমস্যা জটিলতার সাথে অমীমাংসিত অবস্হায় অতীতের মত বিরাজ করবে। অতএব নিজকে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রার্থনার দ্বারা মেডিটেশন মনের ভারসাম্যতায় শুধুমাত্র বয়ে আনতে পারে মনের শান্তি, শান্তি, শান্তি।

একুশ মানে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা
একুশ মানে মাথা নত না করা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে সচেতনতা।
একুশ মানে অধিকার আদায়ের তারুণ্যতা।

হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
Ekush.info
21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood

বাংলাদেশ মেলা

প্রথম পাতার পর

তবে ছোটরা আয়োজন করলে বড়রা তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন। কিনতু ছোটদের মধ্যে একটি দল লেবার ডে উইকেন্ডে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং শ্যাটো রিক্রিয়েশন এর মাঠ ভাড়া নিয়েছে, তবে আমেরিকায় বাংলাদেশ এর নামে নয়, 'বাংলাদেশ মেলা' এর নামে উক্ত সময়ে অনুষ্ঠান হবে। বিস্তারিত পরকর্তী সময়ে জানানো হবে বলে কতৃপক্ষ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ মেলার নিউজ মিডিয়া পার্টনার হিসাবে থাকছে একুশ ম্যাগাজিন পত্রিকা। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে স্টল সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা থাকবে। যারা স্টল দিতে আগ্রহী তাদেরকে এখনই যোগাযোগ করার জন্য কতৃপক্ষ অনুরোধ জানিয়েছেন। জানা গেছে যে, এ উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে প্রখ্যাত শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। তথ্যের জন্য যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তারা হলেন - তারেক, হেলাল, আনিস, তসলিম, বেলাল ও ঢুলি।

আপনার ব্যবসা প্রসারে স্হানীয় পত্রিকার কোন বিকল্প নেই। বার বার আপনার বিজ্ঞাপনে চোখ পড়লে যে কোন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের পুর্বে ক্রেতাদের অবচেতন মনে ভেসে উঠবে আপনার বিজ্ঞাপনের ভাষা। ব্যবসার নেম ব্র্যান্ড্ তৈরীর জন্যে স্হানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন। অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাস্টমার পাবেন।
বিজ্ঞাপন দিন। যোগাযোগ ঃ
(323)-462-9300, (323)-877-1465, (213)-925-4652, (818)-266-7539

একুশ এর ক্যামেরায়

লস এঞ্জেলেস ইউনিফাইড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে টিচার্স এইড পজিশনে কলেজ শেষ করা কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা কাজ করছে। কেউ কেউ শিক্ষকতার দিকে ঝুকে পড়ছে। তাদেরই একজন বাংলাদেশী পরিবারের সন্তান ইফরানা রাজ্জাক (মিস রজিক) লস এঞ্জেলেস এবং গ-নফেলিস এলিমেন্টরি হাইস্কুলের টিচার্স এইড ও স্কুলের ছাত্রী সাবরিনা হুদা। গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিনে একুশ ক্যামেরায় বন্দী হয়েছে।

পরস্কারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় ঃ

শেখ হাসিনার "মাদার তেরেসা" পুরস্কার গ্রহন। বিরোধী দলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাদার তেরেসার স্মৃতিতে উৎসর্গকৃত একটি পুরস্কার গ্রহন করতে এক সংক্ষিপ্ত সফরে নিউ দিল-ী থেকে স্বদেশে ফেরবার পথে হোটেল শেরাটনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। সংসদীয় রাজনীতিতে তার বিশেষ অবদান রাখার জন্যে কলকাতার একটি সংগঠন 'মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল এন্ড মিলিনিয়াম এওয়ার্ড ২০০৫' নামে এই পদক প্রদান করে। এই বছর খেলায় ক্যাপ্টেন সৌরভ গাঙ্গুলী, চলচিত্রে দেব আনন্দ ও সঙ্গীতে লতা মুঙ্গেশকরকে এই পদকে ভুষিত করা হয়। গত(২০০৫) বছরের ২৪ ডিসেম্বর এই পদক প্রদানের কথা ছিলো। কিনতু কেউই এই পদক গ্রহণ করতে রাজী হননি। এই এওয়ার্ড কমিটিতে আছেন সিপিএম(এম) এম পি অমিতাভ নন্দী ও ওয়েস্ট বেঙ্গলের এগ্রিকালচার মন্ত্রী নরেন দে। এই সংস্থার সাথে মহিয়সী নারী মাদার তেরেসা'র সংগঠন "দি মিশ-নারী অব চ্যারিটি" র কোন সম্পর্কই নাই।

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন

একুশ পত্রিকায় বাসা ভাড়া, রুমমেট আবশ্যক, চাকুরীর সুযোগ, পাত্র-পাত্রী চাই, গাড়ি বিক্রয় ইত্যাদির জন্যে বিজ্ঞাপন দিন।
এক ইস্যুর জন্যে ১০ ডলার। ২০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
পরবর্তী শব্দের জন্য ১ ডলার মাত্র। যোগাযোগ ঃ একুশ

একুশ নিউজ মিডিয়া
৬৩৬২, হলিউড বুলভার্ড, সুয়ীট ৩০২, হলিউড, ক্যালিফোর্ণিয়া- ৯০০২৮। ফোন (৩২৩) ৪৬২-৯৩০০ , (৩২৩) ৮৭৭-১৪৬৫, (৮১৮) ২৬৬ ৭৫৩৯ ফ্যাক্স (৩২৩) ৯৮৩- ৯৩০০

ডিশ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন হাতের মুঠোয়।
চ্যানেল আই, এটিএন অথবা এনটিভি এর জন্যে।
যোগাযোগ করুন। (২১৩)-৯২৫-৪৬৫২

রুমমেট চাই
নর্থ– হলিউডের মনোরম পরিবেশে একজন ভালো রুমমেট চাই। যোগাযোগ: চুন্নু / মাহবুব
(৮১৮) ৭৬৩-৬২০৫ / (৮১৮) ৯০৯-৯০১৫

একুশ ডেস্ক থেকে

লস এঞ্জেলেসে নির্মিত মেগা সিরিজ "দুরে বহুদুরে" অতি সম্প্রতি ক্যাবল টিভিতে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত হচ্ছে বলে পরিচালক জাহান হাসান জানিয়েছেন। ৩০ পর্বের উর্ধে শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রবাস থেকে তৈরী দীর্ঘ নাটক এটাই প্রথম।

"দুরে বহুদুরে" প্রবাস জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গড়ে ওঠেছে এর কাহিনী। বাংলাদেশ থেকে ওপিওয়ান-এ আসা মানুষের জীবন কাহিনী থেকে শুরু করে সকল ধরণের চরিত্রাবলী সম্বলিত এই মেগা সিরিজ। ইমিগ্রেশন, নিম্ন শ্রেণীর চাকুরীজীবি ও জালিয়াতিসহ জীবনের ভালবাসা, অনুভুতিসহ সব মিলিয়ে সকল ঘটনার মিশ্রণে গড়ে ওঠা প্রবাসী মানুষের এদেশে বাঁচার জীবনযাত্রাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে মেগা সিরিজ "দুরে বহুদুরে"। প্রধান চরিত্র রূপায়নে রয়েছেন লুৎফুন্নাহার লতা, কাজী মশহুরূল হুদা, ইমন সাহা, শামস চৌধরী প্রমখ। মেগা সিরিজ নিয়ে ব্যবসায়িক কথাবার্তা চলছে। অচিরেই যে কোন ক্যাবল টিভিতে সিরিয়ালটি দেখানো হবে বলে প্রডাকশন কতৃপক্ষ জানিয়েছেন।
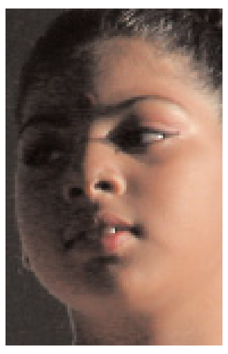
লোটাস ফেস্টিভ্যাল